এই সময়
সংবাদপত্র

মহাকাশে উপগ্রহ যায়, কিন্তু শৌচাগারে জল থাকে না

শিশুটির বয়স ঠিক ১০ মিনিট। কাঁদবে কি কাঁদবে-না, তা নিয়ে দ্বিধায়। আপাতত সে কলকাতার জার্মান কনসাল জেনারেল, রাইনার স্মিডশেন-এর কোলে। ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা সাহেব মুগ্ধ চোখে শিশুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ওর নাম রাখছি 'অ্যানি'।' এক মুহূর্ত থেমে স্ত্রীর দিকে লাজুক তাকিয়ে সাহেবের ঘোষণা, 'মানে আমার স্ত্রীর নাম আর কি!' বললেন, 'আমার বয়স মোটে ৫২, তবু ওকে নিজের নাতনির মত লাগছে।' অ্যানি-কে বেবি কটের ওপর সাবধানে নামিয়ে রেখে পার্স খুলে দু'টো হাজার টাকার নোট বের করে অ্যানির মা'কে দিয়ে বললেন, 'অ্যানির যেন যত্নের ত্রুটি না হয়।' মা ক্লিষ্ট হেসে ঘাড় নাড়লেন।

খোদ সুন্দরবলের কুলতলিতে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের হাসপাতালে বেলা ১২-২০-তে এই শিশুর জন্ম। কিন্তু প্রায় এক কিলোমিটার কাদা পথে হেঁটে কনসাল সাহেব ওখানে কেন? আর, কেন-ই-বা তিনি শিশুটিকে নিয়ে এমন গদগদ?

আসলে ওই অজ পাড়াগাঁয়ের ওই হাসপাতালের টয়লেটে সে দিন প্রথম কল দিয়ে জল পড়ল। সৌজন্যে সৌর বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প। আর শিশুটি ডেলিভারি রুমে পৃথিবীর আলো দেখল সৌর বিদ্যুতের আলোর নিচে। হাসপাতালে এ বার খাবার জল শুদ্ধ করা হবে ওই সৌর শক্তিতেই। সেটাই বিপ্লব। তার অর্থ মূল্য পাঁচ লক্ষ

ভারতের গ্রাম এলাকার ৭৩ শতাংশ বাড়িতে টয়লেট থাকলে কী হবে, টয়লেট-ওয়ালা ৭৫ শতাংশ বাড়িতেই নেই জলের ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে টয়লেটে কল থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

ছবি সৌজন্য 'অর্কনীড়'

জলের ব্যবস্থা। ফল এই, কিছুদিন পরেই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে টয়লেটগুলি। জল যে থাকে না, তার কারণ হল, বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে টয়লেটে কল থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কেবল গৃহস্থ বাড়িতেই নয়, জলহীন টয়লেটের সমস্যা গ্রামীণ হাসপাতাল বা মেয়েদের স্কুলেও। বীতশ্রদ্ধ হয়ে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেয় বহু ছাত্রী।

এই সমস্যার একটা সমাধানের সূচনা হল সুন্দরবনের কুলতলির বৈকুণ্ঠপুরের তরুণ সঙ্ঘ পরিচালিত ১০ শয্যার একটি হাসপাতালে। প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছেন 'অর্ক রিনিউয়েবল এনার্জি কলেজ'-এর চেয়ারম্যান, তথা, বিশিষ্ট বিকল্প শক্তি বিশেষজ্ঞ, শান্তিপদ গনচৌধুরী। এটি অভিনব কেন? শান্তিপদবাবু বলেন, 'কেবল টয়লেটে জলের ব্যবস্থা করাই নয়, এই একটিমাত্র সৌর প্যানেলের বিদ্যুৎ শক্তি কাজে লাগিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়া যাবে পানীয় জল, ব্যবস্থা হবে আলোরও। এই প্রকল্প কাজে লাগালে গ্রামের টয়লেটগুলিতে বিপ্লব ঘটে যাবে।'

কিন্তু এই বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি কেন? বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির হিসেব অনুসারে, রাজ্যে ৩৯ হাজার গ্রামের মধ্যে বিদ্যুতের ছোঁয়া না-পাওয়া গ্রাম হাজারখানেক। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুরে পৌঁছনোর কয়েক কিলোমিটার আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল, রাস্তার এক পাশে বিদ্যুতের তার লাগানোর খুঁটি পোঁতা। আগের ভোটের আগে খুঁটি বসেছিল, জানালেন স্থানীয় মানুষ। সঙ্গে মন্তব্য, 'সামনে তো নির্বাচন। দেখি, এ বার তার লাগানো হয় কি না!'

এটি কাজে লাগানোর জন্য অনুরোধ এসেছে তিন দেশ থেকে –

টাকা। টাকাটা দিয়েছে জার্মান সরকার। কনসাল যেন কিছুটা ভর্ৎসনার সুরেই বললেন, 'আপনাদের দেশ রকেট ছুঁড়ছে, উপগ্রহ পাঠাচ্ছে, আর টয়লেটে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে পারে না!'

লজ্জা, সত্যিই লজ্জা!। তবু একটা সূচনা তো হল।

ভারতের গ্রাম এলাকার ৭৩ শতাংশ বাড়িতে টয়লেট থাকলে কি হবে, তার টয়লেট-ওয়ালা ৭৫ শতাংশ বাড়িতেই নেই কোনও

মেক্সিকো, পেরু আর কলম্বিয়া। শান্তিপদবাবু বলেন, সব উন্নয়নশীল দেশেরই গ্রামীণ সমস্যাগুলোই এক রকম। ভারতেই এই প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ করা গেলে উন্নত হবে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং কমবে স্কুল থেকে ছাত্রীদের চলে যাওয়ার ঘটনা।

গৌতম গুপ্ত